প্রাণপ্রিয় গুরুদেবের শিক্ষা এবং কৃপার মহিমা

- ড: মধুসূদন কৃষ্ণ দাস

"শ্রী গুরু চরণে রতি   এই সে উত্তম গতি
যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা ।।"

ঊর্ধ্বতন গুরুভাই পূজ্যপাদ শ্রী বিমলা প্রসাদ দাস এবং শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপ দাস-এর আহ্বান দেখে উপরোক্ত বিষয়ে কিছু লেখার আগ্রহ হয়। প্রাণপ্রিয় গুরু মহারাজ থেকে আমার মতো অতিদীনহীন এবং অধম শিষ্য যে সব শিক্ষা পেয়েছে তার মধ্যে তিনটি বিষয় নীচে তুলে ধরছি।

১. অতি জটিল ও কঠিন প্রশ্নের অতি সহজ উত্তর:
ঢাকার গৌড়ীয় মঠে কলকাতা থেকে একজন পূজ্যপাদ মহারাজ প্রতিবছর ভাগবত পাঠ করতে আসেন। আমরা অনেকেই (দীক্ষা নেয়ার আগে) তাঁর পান্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করি। একদিন মহারাজ মঠের এক কক্ষে কিছু উচ্চশিক্ষিত যুবকের সাথে কথা বলছিলেন। আমিও সেখানে ছিলাম। কথা প্রসঙ্গে একসময় তিনি বললেন, "ইসকন বেদ এবং ভাগবত বিরোধী কাজ করছে।" আমরা বললাম কিভাবে? তখন তিনি শ্রীমদ ভাগবত-এর ১ম স্কন্দের ৪র্থ অধ্যায়ের ২৫ নং শ্লোক উল্লেখ করে বললেন, সেখানে স্ত্রীলোকদের বেদ পাঠ এবং এমনকি শোনাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অথচ ইসকন মহিলাদেরকে ব্রাহ্মণ দীক্ষা দিয়ে প্রণবযুক্ত ব্রহ্মগায়ত্রী জপের সুযোগ করে দিয়েছে। উক্ত শ্লোকটি হলো-
"স্ত্রী শুদ্র দ্বিজ বন্ধুনাংত্রয়ীন শ্রুতিগোচরা।
কর্মশ্রেয়সী মূঢ়ানাং শ্রেয় তবং ভবেদিহ।
ইতি ভারত মাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম।।"
(ভাগবত ১/৪/২৫)

- অর্থাৎ স্ত্রী, শুদ্র ও দ্বিজবন্ধু - এদের পক্ষে বেদ শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় নয়। এরূপ বৈদিক কর্মে শ্রেয় বিষয়ে যারা মূঢ় - অর্থাৎ অনধিকারী তাদের প্রতি কৃপা করে মহামুণি ব্যাসদেব ভারত (মহাভারত) বর্ণনা করেছেন।

উপরোক্ত অবস্থা সম্পর্কে আমি পরে বাংলাদেশ ইসকন - এর অনেক ঊর্ধ্বতন ভক্ত এবং কর্মাধ্যক্ষ - এর সাথে আলাপ করি। সবাই বললেন, বিষয়টি তারা কখনো এভাবে চিন্তা করেননি। সঠিক কোন উত্তর না পেয়ে একসময় আমি নীরব হয়ে যাই।

একসময় কক্সবাজারে মহাভারতের উপর ৩ দিনের একটি সেমিনার হয়। প্রবক্তা স্বয়ং গুরুমহারাজ। সুযোগ পেয়ে ২য় দিনের প্রশ্নোত্তর পর্বে বিষয়টি লিখিতভাবে তুলে ধরলে তিনি বললেন - "ওদেরকে জিজ্ঞাসা করো, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কিভাবে শ্রীল প্রভুপাদের বোন শ্রীমতি ভবতারিণী দেবীকে ব্রাহ্মণ দীক্ষা দিয়েছিলেন?" ব্যস এক কথায় মোক্ষম জবাব। সমাধান পেয়ে এরপর পাল্টা জবাবে গৌড়ীয় মঠের ভক্তরা নিশ্চুপ হয়ে যান।

২. দুটি কঠিন প্রশ্নের অতি সহজ উত্তর:
করোনা ব্যাধির সময় উজ্জয়িনী থেকে গুরু মহারাজ তাঁর মূল্যবান প্রবচন প্রদান করতেন। ঐ সময় শ্রীমৎ ভক্তিপ্রেম স্বামী মহারাজের কৃপায় আমি নিম্নোক্ত দুটি প্রশ্ন গুরুমহারাজকে করার সুযোগ পাই-
(ক) হিরণ্যকশিপুর স্ত্রী কয়াদু শ্রী নারদ মুণির কাছ থেকে ভগবৎপ্রসাদ পাওয়ার পাশাপাশি ভাগবত শ্রবণ করেছিলেন। সেই সূত্রে প্রহ্লাদ মহারাজ মহাভাগবত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। তাহলে কয়াদু মহাভাগবত হতে পারেন নি কেন?

(খ) হিরণ্যকশিপু দেবলোকের পরিমাপে ১০০ বছর তপস্যা করেন। তপস্যা শেষ করে ফিরে এসে তিনি ৫ বছরের প্রহ্লাদ মহারাজকে কিভাবে দেখলেন? তাহলে প্রহ্লাদ মহারাজ মাতৃগর্ভে কতদিন ছিলেন।

কৃপালু গুরুমহারাজ বললেন, "Well, very good মধুসূদন কৃষ্ণ দাস, তোমার প্রশ্নের উত্তর হলো-
(ক) প্রহ্লাদ ভাগবত শ্রবণ করে তা হৃদয়ে ধারণ করে ছিলেন যা কয়াদু পারেন নি।

(খ) নারদ মুণি কয়াদুকে বর দিয়েছিলেন যে তপস্যা থেকে হিরণ্যকশিপু ফিরে না আসা পর্য্যন্ত প্রহ্লাদ মাতৃগর্ভে অবস্থান করবে।

৩. প্রতিনিয়ত অনুভব করছি গুরু মহারাজ ক্রমশ বেশী করে কৃপা করছেন:
অনেক আগে থেকেই ধর্মীয় বিষয়ে কিছু লেখালেখির অভ্যাস আমার ছিলো। বাংলাদেশ ইসকন কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক "হরেকৃষ্ণ সমাচার" ও ত্রৈমাসিক "অমৃতের সন্ধানে" এবং বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির মাসিক পত্রিকা "সমাজ দর্পন" - এ অনেক দিন আমি নিয়মিত লিখেছি। এছাড়াও বৈষ্ণব ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত ১৭টি ছোট ছোট বই আমি সংকলন করেছি।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে একসময় "Ocean of Mercy" বইটির কথা শুনে মনে হয়েছিল কৃপা করে গুরু মহারাজ যদি এর বাংলা অনুবাদ করার ভার আমাকে দিতেন তাহলে কৃত কৃতার্থ হবো। পরে এর বাংলা অনুবাদ দেখে অনেকটা হতাশ হই। আবার একসময় গীতা সম্পর্কে প্রবচন দেয়ার সময় গুরু মহারাজ কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন এখন বাংলা অনুবাদ করলে আরো সহজ ভাষায় করা যেতো। শুনে মনে হয়েছিল, ইস্ কৃপা করে গুরু মহারাজ যদি আমাকে এই কাজটা দিতেন - তাহলে ধন্যাতিধন্য হয়ে যেতাম।

আমি নিশ্চিত যে অন্তর্যামী গুরু মহারাজ আমার উপরোক্ত আকাঙ্খার কথা জেনেছেন। তার ফলেই ঘটনা ক্রমে "শাব্দিক" নামক একটি অনলাইন ম্যাগাজিন এবং শ্রীমায়াপুর স্থিত শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের "ভাগবত ধর্ম" পত্রিকায় আমাকে ধর্মীয় নিবন্ধ লেখার আমন্ত্রণ জানানো হয়। বিগত ১.৫ বছর থেকে ঐ দুই পত্রিকায় নিয়মিত লিখছি। আর এবছরই মে মাসে উপরোক্ত মঠ থেকে তাদের "শ্রীমদ্ভগবদ গীতা উপনিষদ" বইটি সরলীকরণের জন্য আমাকে প্রস্তাব দেওয়া হয়। আমি কৃপালু গুরু মহারাজকে স্মরণ করে তাদের ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করে উক্ত কাজে ব্যাপৃত হয়েছি। সবাই আমাকে এব্যাপারে কৃপা করবেন। হরি বোল !

জয় গুরু মহারাজ, জয় শ্রীল প্রভুপাদ !